নিবেদিতার সংজ্ঞায় শিব ও শক্তি এক এবং অভিন্ন

ধীরেশ বাগ

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। নভেম্বর মাস। লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ডে লেডি ইসাবেল মার্গসনের বাড়ীতে একটি ঘরোয়া সভায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। শিল্পাচার্য এবেনজার কুক এর মাধ্যমে সংবাদটি পেলেন আয়ারল্যান্ডের মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। সংবাদ পেয়ে শিক্ষিতা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলও ওই সভায় উপস্থিত। তিনি সেই প্রথম স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন করলেন এবং তাঁর সভায় থেকে ধর্মালোচনা শুনলেন। তাঁর মনে যে সব ধর্মীয় সংশয় ছিল স্বামীজীর বক্তব্য শুনে সে সবের নিরশন হয় এবং মনে শান্তির সন্ধান লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর লেখায় লিখেছেন - ''অবশেষে আমি এক ধর্ম বিশ্বাস খুঁজে পেলাম যার উপর আমি নির্ভর করতে পারি এবং যেটি আমার সত্তার উত্তরণ ঘটিয়ে আনন্দে পূর্ণ করে দিয়ে মুক্তির দিশা দেখাবে।''

ওই ঘরোয়া আলোচনা সভায় স্বামীজী বক্তব্য ব্যক্ত করার সময় মাঝে মাঝেই 'শিব শিব' ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন। স্বামীজীর শ্রীমুখ নিঃসৃত ওই 'শিব' নাদ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলের হৃদয় তন্ত্রীতে এক অজানা শিহরণ অনুরণিত হচ্ছিল। এসম্বন্ধে তিনি তাঁর 'The Mater as I saw Him' গ্রন্থে লিখেছেন - ''যখন তিনি বললেন, ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে নিরাকার, কিন্তু ইন্দ্রিয়রূপ কুহেলিকার মধ্যে দিয়ে দেখার জন্য সাকাররূপে প্রতিভাত হন, তখন ভাবটি সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হলাম।'' স্বামীজির এই সব উপদেশ মূলক বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে সময়ই তাঁকে মনে মনে 'গুরু' পদে বরণ করে নিয়েছিলেন। স্বামীজীও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার পর তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি খুঁজে পেয়েছিলেন -- ভারতের জন্য বিশেষ করে ভারতের নারী সমাজের জন্য যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারবে এ-রকম একজনকে।

প্রথম দর্শনের পর প্রায় দু'বছর দু'মাস পরে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী স্বামীজীর আহ্বানে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল ভারতের রাজধানী কোলকাতায় পদার্পণ করেন। গত দুটি বছরে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর বেশ কিছু পত্র বিনিময় হয় এবং ওই সব পত্রের মাধ্যমেই তাঁর মানব জমিনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে স্বামী মার্গারেট এলিজাপেথ নোবলকে একটি চিঠিতে লেখেন - ''যাঁরা জগতে সবচেয়ে সাহসী ও বরেণ্য তাঁদের চিরদিন 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' আত্ম-বিসর্জন করতে হবে। ... তোমার মধ্যে একটা জগৎ আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে আরও অনেক শক্তি আসবে।'' স্বামীজী পরের বছর ২০শে জুন আর একটি পত্রে তাঁকে লিখলেন - ''স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের হিতে কাজ করতে গেলে শুধু হৃদয়েরই ভেতর দিয়ে সকলের মর্মস্থল স্পর্শ করতে পারা যায়।'' স্বামীজীকে তিনি যতোই জানছেন, চিনছেন, বুঝছেন ততোই তাঁর উপলব্ধি হচ্ছিলো স্বামীজী একজন সাধারণ মানুষ নন্ তিনি 'শিব স্বরূপ'।

শিব শুধু প্রলয়ই করেন না, তিনি সৃষ্টি স্থিতি'রও অধিদেবতা। আচার্য শঙ্কর তাঁর 'বেদসার শিবস্তোত্রম' এর দশম শ্লোকে লিখেছেন - ''কাশীপতে করুণয়া জগদেব দেকস্তবং হংসি

পাসি বিদধাসি মহেশ্বরের হসি" (স্তব কুসুমাঞ্জলি - স্বামী গম্ভীরানন্দ) - হে কাশীপতি, একমাত্র তুমিই করুণাবশত এই জগতের ধ্বংস, পালন ও সৃজন করছ। তুমিই মহেশ্বর। আচার্য অন্য একটি শ্লোকে শিবের সুন্দর একটি রূপের বর্ণনা করেছেন। - "কস্তুরিকাচন্দন লেপনায়ৈ, শ্মশান ভস্মাঙ্গবিলেপনায় / সৎ কুন্ডলায়ৈ ফণিকুন্তনীয়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।" অর্থাৎ যিনি গৌরী রূপ অর্ধাঙ্গে - মৃগনাভি সহ চন্দন লেপন করেছেন এবং হররূপ অর্ধাঙ্গে শ্মশান ভস্মরূপ অঙ্গলেপন করেছেন, যিনি অর্ধাঙ্গ মনোহর কুন্ডলধারিনী এবং অর্ধাঙ্গে সর্পকুণ্ডলধারী, সেই শিবকে নমস্কার। - এই শ্লোকে আচার্য শঙ্কর শিবের অনুপম রূপ বর্ণনা দেখিয়েছেন একই অঙ্গে দুই রূপ - একদিকে স্বয়ং শিব অন্য দিকে শক্তি। একই অঙ্গে দুই রূপের অধিষ্ঠান অতুলনীয় এবং মনোহর। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনিও বলেছেন - "অবতার লীলা - এ সব চিচ্ছক্তির ঐশ্চর্য। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আবার রাম, কৃষ্ণ, শিব।" যাঁরা সাধন ভজন করেন, তাঁদের মননে এই উপলব্ধিই হয় ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ এবং শিব ও শক্তি একই অঙ্গে ওই দুইরূপ তাঁদের হৃদ-কমলে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

খুব প্রাসঙ্গিকভাবেই একটি প্রশ্ন মনে উদয় হয়, তা হলো - মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলের মননে কীভাবে এলো স্বামীজী 'শিব স্বরূপ'? কোলকাতায় পদার্পণের পর স্বামীজীর সঙ্গলাভে এবং তাঁর ভারতীয় হয়ে ওঠার নিরন্তন শিক্ষাতেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন স্বামীজীর অন্তরতম স্থানে সদা সর্বদা অনুরণিত হতো সদাশিব মহেশ্বরের অতুলনীয় অপরূপ এক বিভূতি। এই রূপ উপলব্ধিই তাঁর দৃঢ় হয়েছিল স্বামীজী রচিত শিব বন্দনা 'শিবস্তোত্রম্'-এ। "নিখিল ভুবন জন্মস্থেমভঙ্গ প্ররোহাঃ/ অকলিতমহিমান ঃ কল্পিতাযত্রতাস্মিন। সুবিমল গগনাভেত্বীশসংস্থেহপ্যনীশে/ মমভবতু ভবেহস্মিন ভাসুবো ভাববন্ধঃ।" - যাঁতে সমুদয় জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের অঙ্কুর সমূহঃ অসংখ্য / বিভূতিরূপে-কল্পিত, যিনি সুনির্মল আকাশেরতুল্য, যিনি জগতের ঈশ্বররূপে অবস্থিত, যাঁর কোন নিয়ন্তা নেই - সেই মহাদেব আমার প্রেমবন্ধন দৃঢ় ও উজ্জ্বল হোক।

২৫শে মার্চ, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ। মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলকে স্বামীজী ভারতমার অথবা এটা বলাও হয়তো অসঙ্গত হবে না, শ্রীশ্রীমা সারদার পদকমলে, নিবেদন করে দিলেন। ওই দিন স্বামীজী তাঁর 'প্রকৃত সিংহী' 'অগ্নী কন্যা - মানস কন্যাকে ব্রহ্মচর্য দীক্ষায় দীক্ষিত করলেন। সেই দিন থেকে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল তামাম ভারতবাসীর কাছে হয়ে গেলেন 'সিস্টার নিবেদিতা' বা 'ভগিনী নিবেদিতা'। দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে স্বামীজী তাঁকে দিয়ে শিব পূজা করিয়ে ছিলেন। লিজেল রেমঁ তাঁর 'নিবেদিতা' গ্রন্থে (অনুবাদিকা-নারায়নী দেবী) লিখেছেন - "সব সময় জপ করবে 'শিব, শিব শিব'। ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দিলে চলবে না। সব মন্ত্রের সেরা এ মন্ত্র। পথের যত বাধা এ মন্ত্রের তেজে ছাই হয়ে যাবে।" স্বামীজী নিবেদিতাকে আরো উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন "শিবই পরম গুরু। জ্ঞানবৃক্ষের মূলে যোগারূঢ় হয়ে তিনি শিক্ষা দেন, অজ্ঞান ধ্বংস করেন। তাঁকেই সবকর্ম সমর্পণ করতে হবে। ... নিত্য শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পুরুষই শিব। জগতের হলাহল পান করেন ব'লে তিনি নীলকণ্ঠ। অনায়াসে কালকূট জীর্ণ করেন এমন মহাপ্রাণ শুধু তিনিই। ... এখন থেকে তোমার একলা চলা শুরু হ'ক। শিবাস্তে পন্থানঃ

সন্তু।" - (ভগিনী নিবেদিতা - স্বামী তেজসানন্দ)।

দীক্ষান্তের পর নিবেদিতার আচার আচরণ, কর্মের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল শিবের অনুধ্যান, শিবের অনুচিন্তন। তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে তাঁর শিবভাবনার চিত্র পরিলক্ষিত হয়। তাঁর চিন্তনে মননে এই যে শিবভাবনা তার মূলে ছিল স্বামীজীর নির্দেশিত পথের ঐকান্তিক অনুসরণ এবং উপলব্ধি। তিনি শুধু উপলব্ধিই করেননি, করেছিলেন আত্মস্থ এবং 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা'র তাৎপর্য গুরু স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে জেনেছিলেন। স্বামীজীর চিন্তাভাবনাকে পুরোপুরি আত্মস্থ করার প্রয়োজনটা কেন অনুভব করেছিলেন সে কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন - "তাঁর সেবায় নিরত থেকে নিঃশব্দে, গভীর চিন্তার মাধ্যমে সর্বক্ষণ তাঁর ভাবনাকে অঙ্গীভূত করা - সেটাই হলো উপায়।" নিবেদিতা ১৮৯৮ সালের ৭ই আগস্ট তারিখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন - 'স্বামীজী তাঁকে শিবের কাছে উৎসর্গ করেছেন।'

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে স্বামীজীর সহযাত্রী হয়েছিলেন উত্তরভারত ভ্রমণে। ২রা আগস্ট স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতা অমরনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন। অমরনাথ দর্শনে নিবেদিতা যেমন অভিভূত হয়েছিলেন, তেমনি শিব সম্বন্ধে এবং শিবানুরাগে আপ্লুত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মনে শিব সম্বন্ধে এক সুদৃঢ় ধারণা বা উপলব্ধি হয়েছিল যে হিন্দুদের প্রজ্ঞায় শিবই পরমব্রহ্ম। তিনি অনাদি অনন্ত শক্তি, তাঁকে সেভাবেই হিন্দুরা স্মরণ মনন ও চিন্তন করে, তাঁকেও তাই করতে হবে।

স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে এবং ভারতের মাটিতে পা দেবার পর থেকে তাঁর মন আধ্যাত্মিকতার চরম স্তরে বিরাজ করতে থাকে। শিব ও শক্তি সম্বন্ধে তাঁর যে উচ্চস্তরীয় চিন্তা ভাবনার প্রতিফল প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর 'Kali the Mother' গ্রন্থে। এই গ্রন্থটি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে একটি একটি অধ্যায় আছে 'The Vision of Shiva' - এই অধ্যায়ে তিনি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অপূর্ব চিত্র ভাবনাটি শিব-এর মধ্যে মূর্ত তা প্রকাশ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় শিব-এর এক অনিন্দনীয় রূপ ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন - "আহার নিদ্রা এবং প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা সকল সম্বন্ধে সে উদাসীন হয়ে পড়ে। সে সকল তার অসহ্য বলে বোধ হয়। আর তাই হিন্দুদের কল্পনায় তার দেবতা হয়েছেন নিঃস্ব ভিখারী। অঙ্গে তাঁর তুষার-শুভ্র যজ্ঞভস্ম, মস্তকে অযত্ন বর্ধিত পিঙ্গল জটাভার, শীত, গ্রীষ্মে নির্বিকার, মৌন, জনসঙ্গ বিবর্জিত তিনি অনন্ত ধ্যানে সমাহিত।

তাঁর প্রাকৃত নয়নদু'টি অর্ধনিমীলিত। প্রতিশ্বাসে সৃষ্টি হচ্ছে জগৎ, প্রশ্বাসে ঘটছে বিলয়, কিন্তু তিনি রয়েছেন নির্বিকার। তাঁর কাছে সৃষ্টি অথবা প্রলয় - এ সকলই স্বপ্নবৎ। এই অবাস্তব দৃশ্যজগতের অর্থই তাই। কিন্তু সকল ক্রিয়াত্মিকা শক্তি তাঁর একটি রূপ। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সকল শক্তিই সংহত হয়েছে সেই একই কেন্দ্রে। ভ্রূমধ্যে উন্মীলিত তাঁর তৃতীয় চক্ষু - অন্তশ্চক্ষু। অতএব এটা খুবই স্বাভাবিক মহাদেব শিবকেই পৌরুষের আদর্শ করা হয়েছে।"

স্বামীজীর সঙ্গে অমরনাথ দর্শনে নিয়ে শিবকে তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। শিব সম্বন্ধে তাঁর চিন্তন মনন প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর 'The Dance of Shiva' রচনায়। হিমালয়ের তুষারবৃত শিখর শৃঙ্গগুলির মৌন অবস্থান যেন মহাদেবের ধ্যানমগ্নতার এক অপরূপ রূপ। তিনি যেন অজ্ঞানতার সকল অন্ধকার ধ্বংস করে দিচ্ছেন, দূর করে দিয়ে সরিয়ে দিয়ে

জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছেন। তিনিই শিব, মহাদেব মহেশ্বর-আশুতোষ।

যিনি অল্পেই তুষ্ট হন। ভক্তের কাছে তাঁর চাওয়া পাওয়ার বিশেষ কিছু নেই - যা ভক্তিভরে শ্রদ্ধা সহকারে অর্ঘদেবে, তিনি তাই গ্রহণ করেন। এটাই তাঁর মহান বৈশিষ্ট্য। নিবেদিতা তাঁর উপলব্ধির কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন - "His offerings are only Bel-Leavs and water and far less than a handful of rice" - সামান্য বেলপাতা ও একটু জল এবং এক মুঠোর থেকেও কম চাল হলেই হলো।

জাগতিক ব্যাপারে তাঁর যতোই অনীহা থাকুক আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত নির্দয়। তখন ভোলানাথকে ভোলানো যায় না, তিনি সংহারক। রুদ্রমূর্ত্তিতে সংহার করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। নিবেদিতা এই ভাষায় তাঁর উপলব্ধির ব্যাখ্যা করেছেন। "He is known as Rudra the Terrible ..." এই রুদ্র শিব-এর কাছে ভক্ত তাঁর একটু করুণা, একটু আশীর্বাদ লাভের আশায় দিনের পর দিন 'সত্য সুন্দর' মহাদেব - রুদ্রের কাছে সকাতর প্রার্থনা করতে থাকে - হত্য দিয়ে পড়ে থাকে।

'Kali the Mother' (মাতৃরূপা কালী - অনুবাদক - স্বামী অমলেশানন্দ) গ্রন্থে লিখেছেন - ''এই পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্ব একমহান ভাবের দ্যোতক। ঈশ্বর ও প্রকৃতির সম্বন্ধ সেই তত্ত্বের এক দৃষ্টান্ত। ... এই দুই সত্তা ভারতবর্ষে শিব ও শক্তি বলে চিহ্নিত। ...

তারপরই যেন কোন এক পরমক্ষণে দৈব প্রভাবে তাঁর চিত্ত চৈতন্য চমকিত হয়ে ওঠে - তিনি উপলব্ধি করলেন এক মহাসত্য - ইহ জগতের সকল বস্তু - প্রকৃতি, জীবন, কাল, জীবনবোধ সব কিছুই অন্তর দেবতার মতোই পরমসত্য। উপলব্ধি হয় - 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ'। তিনি ওই গ্রন্থে লিখেছেন - ''এই পরমক্ষণটিতেই 'কালী' রূপের কল্পনা, যখন জীবাত্মা জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করে দেখে অন্য এক জগৎ।'' চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কালী'র স্বরূপ। এলোকেশী মুন্ডমালী'র রূপ বর্ণনা করে ওই গ্রন্থে লিখেছেন - 'দীর্ঘ আলুলায়িত কৃষ্ণদামের ঢাল নেমেছে তাঁর পশ্চাদ্দেশে, যেন দুরন্ত বায়ু, অথবা মহাকালের ঘটনা প্রবাহ। কিন্তু তাঁর তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিতে কাল এক অবিচ্ছিন্ন স্রোত - তাই মহাকাল, তা-ই ঈশ্বর। তাঁর অন্ধকার সদৃশ ঘোর নীলবর্ণ যেন এক বিপুল ছায়া। জীবনও মৃত্যুর বাস্তব ভয়ঙ্কর সত্য যেন ভাষায়িত তাঁর নগ্নরূপে। কিন্তু শিবের নিকট কিছুই ছায়াবৃত নয়। সেই ভীষণাদেবীর হৃদয়ে অকম্পিত দৃষ্টি নিবদ্ধ তাঁর। কালীতত্ত্বের গভীর উপলব্ধিতে উল্লাসে তিনি সম্বোধন করেন তাঁকে 'মা' বলে। আত্ম ও ব্রহ্মের সেই তো পরম মিলন মুহূর্ত।

যে পটভূমিকায় এমন তত্ত্বের উদয়, তা কি আমাদের বোধগম্য হয়? কালী প্রতিমা যত না এক দেবতার অনুকল্প তার চেয়ে অনেক বেশী আমাদের স্বীয় জীবন রহস্যের মূর্তরূপ।''

এই উপলব্ধির মধ্যেই নিবেদিতার মধ্যে কালীতত্ত্বের এক অসাধারণ তত্ত্ব উন্মোচিত হয়ে যায়।

স্বামীজীর সংস্পর্শে আসার পর থেকেই নিবেদিতা বুঝেছিলেন তাঁর কাছে স্বামীজীর কি প্রত্যাশা। ভারতে আসার পর থেকেই তাই তিনি নিজেকে ভারতীয় ভাবধারায়, ভারতীয় সংস্কৃতিকে চিন্তনে, মননে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। হয়ে উঠতে চেয়েছেন ষোলআনা ভারতীয়। আর সে সময় থেকেই তিনি ভারতীয় দেব-দেবী পূজোর গূঢ় রহস্য বিশেষ করে কালীপূজোর

রহস্য অনুধাবনের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন - তৎপর হয়েছিলেন। স্বামীজীর শিক্ষা পদ্ধতি তিনি মন প্রাণ গ্রহণ করেছিলেন তাই তাঁর মতো প্রচণ্ড ধীশক্তি সম্পন্নার ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের ভাবনা স্রোতে তাঁর নিজস্ব চিন্তন, মননের পানসীতে নিজেকে অবলীলায় ভাসাতে পেরেছিলেন। কেদারনাথ গিয়ে শিবকে দর্শনের পর নিবেদিতার মননে যে অভূতপূর্ব অনুভূতি হয়েছিল লিজেল রেমঁ তাঁর 'নিবেদিতা' (বঙ্গনুবাদ নারায়নী দেবী) গ্রন্থে একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন - " মুহূর্তের জন্য নিবেদিতার যোগিনী হৃদয় জেনেছে তাঁকে, যিনি তৎ সৎ। ... নিবেদিতা কাঁদেন, 'আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে এই যে ফুটে উঠলো তোমার অদিত্য-হৃদয়ের স্বর্ণকমল। হে মহাদেব, গভীর আনন্দে একে বুকে বয়ে চলেছি নীরবে। হে দেবতা, তুমি কি দাঁড়িয়েছে আমার সামনে এসে ? আত্মমন্থনের ফলে আজ সত্যই মূর্ত হয়ে দেখা দিলে ?"

নিবেদিতার চেতনায় - 'চিন্তনে মননে এবং সংজ্ঞায় শিব ও শক্তি - অর্থাৎ কালী সম্বন্ধে ধারণা একে অপরের পরিপূরক। তাঁরা এক এবং অভিন্ন বা অভেদ। এই চিত্রটিই মানসপটে প্রতিফলিত হয়।

স্বামী বিবেকান্দ তাঁর 'অগ্নিকন্যা - প্রকৃত সিংহী' মানসকন্যাকে এক সময় একটি আশীর্বানী পাঠিয়েছিলেন। যে বাণী পাঠিয়েছিলেন, নিবেদিতার জীবনে দেখা যায় সেই বাণী টিই একটি আলেখ্য। আশীর্বাণীটি ছিল একটি ইংরাজী কবিতায়। আশীর্বানী ইংরাজী কবিতাটি বাংলায় পদ্যানুবাদ করেন নারায়নীদেবী। সেই আশীর্বানী পদ্যানুবাদটি এই রকম -

" মায়ের মমতা আর বীরের হৃদয়,
দখিনের সমীরণে যে মাধুরী বয়,
বীর্যময় পুণ্যকান্তি যে-অনলে জ্বলে
অ-বন্ধন শিখা মেলি আর্য-বেদি মূলে
এ-সব তোমারই হোক, আরও ইহা ছাড়া
অতীতের কল্পনায় ভাসে নাই যারা
অনাগত ভারতের যে-মহামানব,
সেবিকা, বান্ধবী, মাতা - তুমি তার সব।।"

(ভগিনী নিবেদিতা - স্বামী তেজসানন্দ)

২০.১২.১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠির সামান্য একটু অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে তিনি স্বীকার করেছেন তাঁর উপলব্ধির কথা। ওই পত্রে তিনি লিখেছেন " ... If I didnot know his (Swami Vivekananda) inner mind about Kali and siva and guru-bhakli and all the rest-I could not have this strength ..." (যদি আমি কালী, শিব, গুরুভক্তি এবং বাকি সকল বিষয়ে তাঁর (স্বামী বিবেকানন্দ) মনের ভিতরের কথা না জানতে পারতাম, তাহলে আমার মধ্যে এই শক্তি আসতো না।")

উপসংহারে এ কথাই বলা যায়, নিবেদিতার চিন্তনে, মননে এবং তাঁর আধ্যাত্মিক সংজ্ঞায় শিব আর শক্তি বা কালী একে অপরের পরিপূরক তাঁরা এক এবং অভিন্ন-অভেদ। একই অঙ্গে দুই রূপ শিব ও শক্তি। ❑